দৈনিক সংবাদ

18 SEP 1991

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

130

প্রাধ্যক্ষসহ ৭ জন আবাসিক শিক্ষকের পদত্যাগ

জগন্নাথ হলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ।। ভিপি ও জিএসসহ ৫০ জন আহত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে পুলিশের আকস্মিক অভিযান ছাত্রদের প্রতিরোধের মুখে ব্যর্থ হয়ে যাবার পর ব্যাপক ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে হল সংসদের ভিপি, জিএস ও একজন শিক্ষকসহ ৫০ আহত হয়েছেন। ভিপি, জিএসসহ ১১ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হলের প্রাধ্যক্ষ এবং ৭ জন আবাসিক শিক্ষক 'পুলিশের হঠাৎ আক্রমণ এবং ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর অকথ্য নির্যাতনের মাধ্যমে সীমাহীন বর্বর ও নারকীয় ঘটনা ঘটানোর' প্রতিবাদে একযোগে পদত্যাগ করেছেন।

ছাত্রদের সাথে পুলিশের প্রায় আধঘন্টা ব্যাপী সংঘর্ষের সময় পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে বেশ কয়েক রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এ সময় গুলীবর্ষণের শব্দও শোনা যায়। তবে পুলিশ গুলী করার কথা অস্বীকার করেছে। হল ছাত্র সংসদ অভিযোগ করেছে, অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কিছু সশস্ত্র কর্মী ছিল এবং তারাই গুলী ছুড়েছে। পুলিশ হল প্রাধ্যক্ষের বাসা ও অফিস তছনছ করে বলেও অভিযোগ করা হয়। জানা গেছে, সংঘর্ষের সময় হল প্রাধ্যক্ষ ডঃ পরেশ চন্দ্র মণ্ডল এবং আবাসিক শিক্ষক রতন লাল চক্রবর্তীও আহতহন।

পুলিশ জানিয়েছে, ডাঃ মিলন হত্যা মামলার আসামী অভি ও নীরুকে গ্রেফতার এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তারা হল তল্লাশি করতে গেলে ছাত্ররা তাদের বাধা দেয় এবং ইটপাটকেল ছোড়ে। অন্যদিকে হল ছাত্র সংসদ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে,

জগন্নাথ হল ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৫

জগন্নাথ হল ঃ ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ

(১ম পাতার পর)

রাত পৌনে ১০টার দিকে পুলিশ হঠাৎ করে হলে ঢুকে ছাত্রদের লাঠিপেটা শুরু করে ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।

হলের প্রাধ্যক্ষ এবং ৭ জন আবাসিক শিক্ষক গতরাতে এক যুক্ত বিবৃতিতে পুলিশের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ এনে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছেন। তারা তাদের যুক্ত পদত্যাগ-পত্র উপাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন বলেও জানান।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত হলে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল। সংঘর্ষের পর পুলিশ সরে গিয়ে পলাশীর মোড়ের কাছে অবস্থান নেয়।

হল ছাত্র সংসদ এবং হল শাখা ছাত্র ইউনিয়ন পৃথক বিবৃতিতে পুলিশী হামলার নিন্দা করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবী করেছে।